আফগান ক্রিকেট বোর্ডে মোহাম্মদ নবী

অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নবীকে সদস্য হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি)। বিদায়ী ৯ সদস্যের প্যানেলের বিকল্প হিসেবে এসিবি যে চারজন মেম্বারকে নিয়োগ দিয়েছে তাদের একজন নবী।

বাকি তিনজন হলেন হাসিনা সাফি, রোহুল্লাহ খানজাদা এবং হারুন মীর।

এই চারজনকে সদস্য হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ করেছেন এসিবি চেয়ারম্যান ফারহান ইউসুফজায়ী এবং অনুমোদন দিয়েছেন প্যাট্রন-ইন-চিফ এইচ.ই মোহাম্মদ আশরাফ গনি।

৩৫ বছর বছর বয়সী তারকা এখনও আফগান জাতীয় দলের হয়ে খেলে যাচ্ছেন।

গত বছর সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের সঙ্গে এক ম্যাচের টেস্ট খেলে সাদা পোশাকের ক্রিকেটকে বিদায় জানান নবী। অবশ্য সীমিত ওভারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলে যাচ্ছেন তিনি। এছাড়া খেলছেন বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্জাইজি ক্রিকেটও।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

প্রথম কেনা গাড়িটি ফিরে পেতে চান শচীন

প্রথম সবকিছুই বিশেষ। তাই প্রথম কেনা গাড়ির কথা ভুলতে পারেননি গাড়িপ্রেমী শচীন টেন্ডুলকার। গাড়িটি ফিরে পেতে ভক্তদের সহায়তাও চেয়েছেন ভারতীয় এ ব্যটিং কিংবদন্তী। পেশাদার ক্রিকেটে প্রবেশের পর শচীন টেন্ডুলকার নিজের টাকায় প্রথম একটি মারুতি ৮০০ গাড়ি কিনেছিলেন।

ইন দ্য স্পোর্টলাইট অনুষ্ঠানে শচীন বলেন, আমার প্রথম গাড়ি ছিল একটি মারুতি ৮০০। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, গাড়িটি এখন আর আমার কাছে নেই। গাড়িটি নিজের কাছে ফিরিয়ে আনতে পারলে খুব ভালো লাগবে। সুতরাং, আমার কথা যারা শুনছেন, যদি কারো জানা থাকে গাড়িটি কার কাছে রয়েছে, নিঃসংকোচে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

শচীনের গ্যারেজে বেশ কিছু গাড়ি আছে। তারপরও নিত্য নতুন মডেলের গাড়ি তিনি কেনেন, চালিয়ে দেখেন। গাড়ির প্রতি কীভাবে এত দুর্বলতা জন্মাল তা জানাতে গিয়ে শচীন বলেন, আমাদের বাড়ির সামনে একটা বড় ওপেন ড্রাইভ মুভি হল ছিল। সেখানে লোকেরা গাড়ি পার্ক করে সিনেমা দেখতেন। আমি আর দাদা বারান্দায় দাঁড়িয়ে গড়ি দেখতাম তখন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ইউনিস খান পাকিস্তানের কোচ হওয়ার উপযুক্ত নন: শোয়েব আখতার

পাকিস্তানের ব্যাটিং কোচ হওয়ার জন্য উপযুক্ত নন ইউনিস খান-এমনটাই মনে করছেন দেশটির সাবেক পেসার শোয়েব আখতার। তার মতে, ভুলক্রমে ইউনিস খান পাকিস্তানের ব্যাটিং কোচ হয়েছেন। ইউনিস জাতীয় ক্রিকেট একাডেমির ব্যাটিং কোচ হওয়ার যোগ্য। শোয়েবের মতে, পাকিস্তানের ব্যাটিং কোচ হওয়ার যোগ্য মোহাম্মদ ইউসুফ।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে আখতার বলেন, ভুলক্রমে ইউনিস খানকে পাকিস্তান জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচ বানানো হয়েছে। তার উচিত ছিল জাতীয় ক্রিকেট একাডেমির খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ দেওয়া। আর মোহাম্মদ ইউসুফ পাকিস্তানের ব্যাটিং কোচ হওয়ার যোগ্য।

পাকিস্তানের ইংল্যান্ড সফরের জন্য জুন মাসে ইউনিস খানকে ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দেয় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এ সময় শোয়েব আখতার পিসিবিরও সমালোচনা করেন— পিসিবি তো

অব্যবস্থাপনায় ঠাঁসা। এটা তো বিশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

আপনি যত ভালো লোকদের ক্রিকেট থেকে দূরে রাখবেন ততোই ক্রিকেটের অধোগতি হবে। আমি যদি পিসিবির সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেতাম তাহলে বিদেশি বিনিয়োগকারী আনতাম। আমি বিনা বেতনে কাজ করতাম। আমি এটা নিশ্চিত করতাম যে কেউ যাতে আমাকে কল করে তার বাচ্চাকে দলে নিতে না বলে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে ইমরুল কায়েসের বাবার দাফন সম্পন্ন

বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের ব্যাটসম্যান ইমরুল কায়েসের বাবা বানি আমিন বিশ্বাসের জানাযা ও দাফন সম্পন্ন হয়েছে পরিবারের সদস্যদেও অংশগ্রহণের মাধ্যমে।
করোনা সংক্রমণ এড়াতে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন থেকে জানাযা ও দাফন কাজে পরিবারের বাইরে কেউ অংশ নিতে পারবে না বলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।
সোমবার সকাল ৯টার দিকে সদর উপজেলার উজুলপুরে নিজ বাসভবন প্রাঙ্গনে এ জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় সেখানে পরিবারের ৩০ জন মত সদস্য অংশগ্রহণ করেন। জানাযায় মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) মোস্তাফিজুর রহমান, সদর থানার ওসি শাহ দারা খানসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
এর আগের দিন রাত ৯টার দিকে ইমরুল কায়েসের বাবা বানি আমিন বিশ^◌াস রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম জানান, করোনা সংক্রমণ এড়াতে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত ও জনসমাগম যাতে না হয় সেজন্য এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, গত ২৩ মার্চ মেহেরপুর-কাথুলি সড়কের ছহিউদ্দীন ডিগ্রি কলেজের সামনে আলমসাধুর ধাক্কায় বানি আমিন বিশ্বাস গুরুতর আহত হন। পরে তাকে হেলিকপ্টারে করে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়। মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পরপরই ইমরুল কায়েসের বাবার জানাযা ও দাফন কাজে যাতে পরিবারের সদস্য বাদে জনসাধারণ অংশগ্রহণ করতে না পারে সে ব্যাপারে জেলা প্রশাসন থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কেউ জানাযা ও দাফন কাজে অংশ নিলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে হুশিয়ারি দেন। জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় এসিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে বলে এক বিবৃতিতে জানান জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি।

সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ইমরুল কায়েসের বাবা

বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের ওপেনার ইমরুল কায়েসের বাবা বানি আমিন বিশ্বাস (৬০) সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন। স্থানীয়রা তাকে আহতাবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। পরে সেখান থেকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেছেন চিকিৎসক। তার একটি পা ভেঙে গেছে ও কানে আঘাত পেয়েছেন বলে জানায় চিকিৎসকরা।

সোমবার (২৩ মার্চ) বেলা ১০ টার দিকে মেহেরপুর-কাথুলি সড়কের ছহিউদ্দীন ডিগ্রি কলেজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

সদর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, বানি আমিন বিশ্বাস (৬০) মেহেরপুর সদর উপজেলার উজ্জলপুর গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে মেহেরপুর আসার পথে ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের পাশে একটি আলমসাধুর সাথে ধাক্কায় আহত হন।

এতে বানি আমিন বিশ্বাস গুরুতর আহত হলে তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দুর্ঘটনায় তার একটি পা ভেঙে

যাওয়া সহ কানে আঘাত পেয়েছেন। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে মেহেরপুর থেকে রেফার্ড করা হয়েছে।

মেপ্র/ইএম

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ বাংলাদেশের

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন! বাংলাদেশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন! উনিশের যুবাদের হাত ধরে বিশ্বজয় করল বাংলাদেশ। পচেফস্ট্রুমে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের স্নায়ুক্ষয়ী ফাইনালে চারবারের চ্যাম্পিয়ন ভারতকে বৃষ্টি আইনে ৩ উইকেটে হারিয়ে প্রথমবারের মতো শিরোপা নিজেদের করে নিল আকবর আলী-পারভেজ হোসেন, শরিফুল ইসলামরা, তানজীব হাসানরা। বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম ক্রিকেট দুনিয়াকে বার্তা দিয়ে রাখল—আমরা উঠে আসছি।

কী অসাধারণ ধৈর্যের না পরিচয় দিয়েছেন আকবর আলী। ক্যাপ্টেনস নক যাকে বলে সেটিই। রীতিমতো ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আকবর খেলে গেছেন। ৭৭ বলে ৪৩ রান করে তিনি আজ জাতীয় বীর। শেষের দিকে রকিবুলও কম যাননি। ভারতীয় বোলারদের বোলিং-তোপগুলো সামলে তিনি অধিনায়ককে সঙ্গ দিয়ে গেছেন অসাধারণ কৃতিত্বে। দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দিয়েই মাঠ ছেড়েছেন এ দুজন।

যশস্বী জয়সোয়ালের বলে সপ্তম উইকেট পড়ে যাওয়ার পর (পারভেজ হোসেন) মনে হচ্ছিল জয়টা দূর দিগন্তেই থেকে যাবে। তখনো জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ৩৫ রান। কিন্তু এ সময় আকবর নতুন কৌশল হাতে নেন। উইকেটে টিকে থাকতে হবে। হাতে বল অনেক। উইকেটগুলোই কেবল আগলে রাখতে হবে। আকবরের নতুন কৌশলে নিজেকে মিলিয়ে দেন রকিবুল। ভারতের প্রতিটি বল দেখে শুনে খেলেছেন তাঁরা। একপর্যায়ে টানা ২৫ বলে রানশূন্য ছিল বাংলাদেশ। ধীরে ধীরে নিজেদের খোলস থেকে বের করেন এই দুই ব্যাটসম্যান। ওই মুহূর্তে অবশ্য বৃষ্টি আইন এগিয়ে রেখেছিল বাংলাদেশকে। পচেফস্ট্রুমের বাংলাদেশি সমর্থকদের তখন কায়মন প্রার্থনা বৃষ্টির। তবে আকবর আর রকিবুল যেভাবে উইকেটে

নিজেদের বেঁধে ফেলেছিলেন, তাতে দুর্ভাবনা খুব একটা ছিল না। বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা আত্মবিশ্বাসী ছিলেন প্রয়োজনীয় রানটা খুব সহজেই নিয়ে নিতে পারবেন তাঁরা। কেবল টিকিয়ে রাখতে হবে উইকেট।

বৃষ্টি একপর্যায়ে এল। সে সময় বৃষ্টি আইনে ১৬ রান এগিয়ে বাংলাদেশ। খেলা আর শুরু না হলে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন—এমন একটা সমীকরণ মাথায় নিয়েই ড্রেসিং রুমে ফিরল বাংলাদেশ। কিন্তু বৃষ্টি থেমে গেল দ্রুতই। এবার নতুন লক্ষ্য ৩০ বলে ৭। বৃষ্টি শেষে মাঠে নেমে আকবর আর রকিবুল তেমন সময়ই নিলেন না। বাংলাদেশকে পৌঁছে দিলেন বিশ্বজয়ের মঞ্চে।

বোলারদের দারুণ নৈপুণ্যে লক্ষ্যটা খুব বড় ছিল না। কিন্তু ১৭৮ রানের লক্ষ্যটাই কঠিন হয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশের জন্য। কারণ রবি বিষনয় নামের এক লেগ স্পিনার। দারুণ ওপেনিং জুটির পর এই লেগ স্পিনারের ঘূর্ণিতেই দিশেহারা হয়ে পড়েছিল বাংলাদেশ। একে একে ফিরে গেলেন সেমিফাইনালের সেঞ্চুরিয়ান তানজীদ হাসান, মাহমুদুল হাসান, তৌহিদ হৃদয় আর শাহদাত হোসেন—এবারের যুব বিশ্বকাপে বাংলাদেশের টপ অর্ডারের এ ব্যাটসম্যানদের প্রায় সবাই ছিলেন দারুণ ফর্মে। মরার ওপর খাড়ার ঘা হয়ে এসেছিল সেট হয়ে যাওয়া ওপেনার পারভেজের চোট। পায়ের চোটে ভালো খেলতে খেলতেই মাঠ ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে। মূলত শ্রুশুষার কারণে যে সময়টুকু পারভেজ মাঠে ছিলেন না, সে সময়টুকুতেই চাপ ভয়বাহভাবে চেপে বসে বাংলাদেশের ওপর।

পারভেজ খোঁড়াতে খোঁড়াতেই মাঠে নামলেন। দেশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বারপ্রান্তে। চোট নিয়ে তিনি কীভাবে বসে থাকেন। তিনি মাঠে নামলেন। একাই লড়তে থাকা আকবর তখন সঙ্গী পেয়ে গেছেন। পারভেজ নিজের ইনিংসের দ্বিতীয় অংশটা খুব খারাপ করলেন না। দলের ওপর চেপে বসা ভয়াবহ চাপ তিনি সামলে উঠতে অধিনায়ককে দিলেন যোগ্য সঙ্গ। আকবর যদি বীর হন, তাহলে পারভেজও আজ কম যাননি। ২৩৫ মিনিট ব্যাটিং করে ৭৯ বলে তিনি করেছেন ৪৭। তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ৭টি বাউন্ডারির মার।

২০১৬ সালে ঘরের মাঠে যুব বিশ্বকাপে সেমিফাইনাল থেকেই বিদায় নিয়েছিল বাংলাদেশ। শিরোপা জয়ের হট ফেবারিট হয়েও সেবার দূর থেকেই দেখতে হয়েছিল অন্যদের জয়োৎসব। এবার দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠতেই স্বপ্নটা আবার ডানা মেলতে শুরু করে। শেষ চারের লড়াইয়ে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো ফাইনাল নিশ্চিত করেই লক্ষ্য ছিল একটাই—শিরোপা। বাংলাদেশের ক্রিকেটের নতুন এক

প্রজন্ম লক্ষ্যটাকে নিজেদের করে নিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথাটা জানিয়ে দিল দারুণভাবেই।

সূত্র: প্রথমআলো

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে বাংলাদেশ

আঁটসাঁট বোলিংয়ে লক্ষ্য খুব একটা বড় হতে দেননি বোলাররা। উইকেটে বোলারদের জন্য বেশ সহায়তা থাকায় কাজটা এরপরও সহজ ছিল না। অসাধারণ এক ইনিংসে সেটা সহজেই সারলেন মাহমুদুল হাসান। এই টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানের সেঞ্চুরিতে নিউ জিল্যান্ডকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছেছে বাংলাদেশ।

পচেফস্ট্রুমে গতকাল বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমি-ফাইনালে ৬ উইকেটে জেতে বাংলাদেশ। ২১২ রানের লক্ষ্য ছাড়িয়ে গেছে ৩৫ বল বাকি থাকতে।

টানা নবম জয় পেল বাংলাদেশ। যুব ওয়ানডেতে এটাই তাদের সেরা ধারাবাহিক ফল। ২০০৫ সালে টানা আট ম্যাচ জিতেছিল তারা।
এর আগে একবারই সেমি-ফাইনালে খেলেছিল বাংলাদেশ। ২০১৬ আসরে দেশের মাটিতে হয়েছিল তৃতীয়। আগামী রোববার শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ ভারত। তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে নিউ জিল্যান্ড।

১০০ রানের দারুণ পরিণত এক ইনিংসে ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেন মাহমুদুল। যুব ওয়ানডেতে এটি তার চতুর্থ সেঞ্চুরি। ডানহাতি এই টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানের ১২৭ বলের ইনিংস সাজানো ১৩টি চারে।

নিউ জিল্যান্ডকে ২১১ রানে থামানোয় দারুণ অবদান শরিফুল ইসলামের। ৪৫ রানে ৩ উইকেট নেন বাঁহাতি এই পেসার। দুটি করে উইকেট নেন শামীম হোসেন ও হাসান মুরাদ।

সেনওয়েস পার্কে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি নিউ

জিল্যান্ডের। অফ স্পিনার শামীমের অফ স্টাম্পের বাইরের বল ড্রাইভ করার চেষ্টায় সিøপে তানজিদ হাসানের হাতে ধরা পড়েন রিস মারিউ।

প্রথম দুটি ওভার মেডেন নেন শরিফুল। আক্রমণে এসে রকিবুল হাসান শুরুতে নেন তিনটি মেডেন ওভার। রানের জন্য রীতিমত সংগ্রাম করতে হচ্ছিল কিউইদের।

ওপেনার অলি হোয়াইটকে কট বিহাইন্ড করে থামান রকিবুল। শামীমের বলে ফার্গাস লেলম্যানের দুর্দান্ত এক ক্যাচ মুঠোয় জমান মাহমুদুল। দারুণ এক ডেলিভারিতে জেসি ট্যাশকফকে বোল্ড করে দেন বাঁহাতি স্পিনার মুরাদ।

৭৪ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়া নিউ জিল্যান্ডকে টানেন নিকোলাস লিডস্টোন ও বেকহ্যাম হুইলার-গ্রিনল। ৯০ বল স্থায়ী তাদের ৬৭ রানের জুটিতে লড়াইয়ের পুঁজি গড়ার পথে এগিয়ে যায় কিউইরা।

৪১তম ওভারে আক্রমণে ফিরে লিডস্টোনকে এলবিডব্লিউ করে বিপজ্জনক হয়ে ওঠা জুটি ভাঙেন শরিফুল। পরের ওভারে কুইন সানডেকে বোল্ড করে দেন মুরাদ।

লোয়ার অর্ডারে ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ক ও জোয়ি ফিল্ডকে ডানা মেলতে দেননি শরিফুল। তবে হুইলার-গ্রিনলের দৃঢ়তায় শেষ ১০ ওভারে ৭২ রান তুলে নেয় নিউ জিল্যান্ড।

রান তাড়ায় শুরুটা ভালো হয়নি বাংলাদেশের। শরীরের বেশ কাছের বল পয়েন্ট দিয়ে খেলতে গিয়ে কাভারে ধরা পড়েন তানজিদ। ডেভিড হ্যানককের বল বাড়তি লাফিয়ে পারভেজ হোসেনের গ্লাভস ছুঁয়ে জমা পড়ে কিপারের গ্লাভসে।
৩২ রানে দুই ওপেনারকে হারানো বাংলাদেশকে টানেন মাহমুদুল ও তৌহিদ হৃদয়। ক্রিজে গিয়েই রানের চাকা সচল করায় মনোযোগ দেন হৃদয়। সাবধানী ব্যাটিংয়ে তাকে সঙ্গ দেন মাহমুদুল। ধীরে ধীরে জমে ওঠে জুটি।

লেগ স্পিনার আদিত্য অশোককে বেরিয়ে এসে খেলতে গিয়ে স্টাম্পড হয়ে হৃদয়ের বিদায়ে ভাঙে ৬৮ রানের জুটি। হৃদয় চারটি চারে ৪৭ বলে করেন ৪০।

এরপর কিছুটা কমে রানের গতি। ধীরে ধীরে শট খেলতে শুরু করেন মাহমুদুল ও শাহাদাত হোসেন। কিউইদের স্পিন-পেস কিছুই আর পরে

পাত্তা পায়নি তাদের সামনে।

৭৭ বলে পঞ্চাশ ছোঁয়া মাহমুদুল ১২৬ বলে পৌঁছান সেঞ্চুরিতে। সুইপ করে বাউন্ডারি মেরে তিন অঙ্ক ছোঁয়ার সঙ্গে জুটির রানও নিয়ে যান একশতে। পরের বলে ট্যাশকফকে ফিরতি ক্যাচ দিয়ে থামেন মাহমুদুল। ভাঙে ১০১ রানের জুটি। ততক্ষণে জয়ের দুয়ারে চলে গেছে বাংলাদেশ।

বেশি সময় নেননি শাহাদাত ও আকবর আলী। চারটি চারে ৫১ বলে ৪০ রানে অপরাজিত থাকেন শাহাদাত। চার মেরে বাংলাদেশকে প্রথমবারের মতো কোনো আইসিসি ইভেন্টের ফাইনালে নিয়ে যান অধিনায়ক।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:
নিউ জিল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৯ দল: ৫০ ওভারে ২১১/৮ (মারিউ ১, হোয়াইট ১৮, লেলম্যান ২৪, লিডস্টোন ৪৪, ট্যাশকফ ১০, হুইলার-গ্রিনল ৭৫*, সানডে ১, ক্লার্ক ৭, ফিল্ড ১২, অশোক ৫*; শরিফুল ১০-২-৪৫-৩, শামীম ৬-১-৩১-২, রকিবুল ১০-৩-৩৫-১, তানজিম ১০-১-৪৪-০, মুরাদ ১০-১-৩৪-২, হৃদয় ৪-০-১৮-০)
বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল: ৪৪.১ ওভারে ২১৫/৪ (পারভেজ ১৪, তানজিদ ৩, মাহমুদুল ১০০, হৃদয় ৪০, শাহাদাত ৪০*, শামীম ৫*; ফিল্ড ৬-০-২৮-০, ক্লার্ক ৯-০-৩৭-১, হ্যানকক ৭-০-৩১-১, অশোক ১০-০-৪৪-১, ট্যাশকফ ১০-৫৭-১-০, হুইলার-গ্রিনল ২.১-০-১৩-০)
ফল: বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল ৬ উইকেটে জয়ী
ম্যান অব দা ম্যাচ: মাহমুদুল হাসান

আলমডাঙ্গায় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন গোবিন্দপুর এশিয়া একাদশ

আলমডাঙ্গায় কলেজপাড়া একাদশের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ১৬ দলের ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলায় কলেজপাড়া একাদশকে ৬ উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে গোবিন্দপুর এশিয়া একাদশ।

প্রধান অতিথি থেকে টুর্নামেন্টের পুরষ্কার বিতরণ করেন পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) কানাই লাল সরকার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) কলিম উল্লাহ, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) কৃষিবীদ গোলাম ছরোয়ার মিঠু, সহকারী অধ্যাপক আবু মোনায়েম, আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক পৌর কাউন্সিলর মতিয়ার রহমান ফারুক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শামীম রেজা।

মাসুদ রানা তুহিনের উপস্থাপনায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মীর আসাদুজ্জামান উজ্জ্বল, হাশেম রেজা, সোয়েবুজ্জামান সোহেল, জুয়েল, আরিফুল ইসলাম, সেলিম, প্রিন্স, মাসুম, জুয়েল আহমেদ, জহির, সোহাগ, হিল্লোল প্রমুখ।

গতকালের ফাইনাল খেলায় অংশগ্রহণ করে কলেজপাড়া একাদশ ও গোবিন্দপুর এশিয়া একাদশ। খেলায় কলেজপাড়া একাদশকে ৬ উইকেটে হারিয়ে এশিয়া একাদশ জয়ী হয়।

ম্যাচ অব দ্যা ম্যানের পুরষ্কার লাভ করেন এশিয়া একাদশের জামিরুল ও ম্যান অব দ্যা সিরিজের পুরষ্কার লাভ করেন কলেজপাড়া একাদশের মানিক। সেরা ব্যাটসম্যান নির্বাচিত হয়েছেন কলেজপাড়ার সোয়ান।

রানার আপ দলকে ৮ হাজার টাকার প্রাইজমানি ও বিজয়ি দলকে এসবি প্রধান মীর শহিদুল ইসলামের পক্ষ থেকে ১৫ হাজার টাকার প্রাইজমানি প্রদান করা হয়।

এছাড়া কলেজপাড়া একাদশের অধিনায়কত্ব করেন সেলিম এবং এশিয়া একাদশের অধিনায়কত্ব করেন রায়হান।

মেপ্র/ইএম

বিপিএল মাতাতে অবশেষে বাংলাদেশে গেইল

মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) মিরপুরে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় রাজশাহী রয়্যালসের মুখোমুখি হবে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স। এ ম্যাচেই হয়তো মাঠ কাঁপাতে দেখা যাবে এই ব্যাটিং দানবকে। ১১ জানুয়ারি আবারও মুখোমুখি হবে এ দুদল।
বঙ্গবন্ধু বিপিএলে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের হয়ে দর্শক মাতাতে ঢাকায় পৌঁছেছেন ব্যা’টিং দানব ক্রিস গেইল। চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের ফেইসবুক পেইজ বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। চট্টগ্রাম এরই মধ্যে সেরা চার নিশ্চিত করলেও গ্রুপ পর্বে এখনও তাদের দুটি ম্যাচ বাকি রয়েছে।
পরে ক্রিস গেইল টুইটারে জানান, ‘বাংলাদেশের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রয়েছে। বাংলাদেশি আতিথেয়তায় আমি মুগ্ধ। আমি আসছি বিপিএল মাতাতে।’ অবশেষে বাংলাদেশে আসলেন গেইল।
বঙ্গবন্ধু বিপিএলে ক্রিস গেইলের অংশগ্রহন নিয়ে আশঙ্কার তৈরি হলেও শেষ পর্যন্ত গেইলের সাথে আলোচনা করে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স ক’র্তৃপক্ষ জানায়, বিপিএলের শেষের দিকে আসছেন গেইল। তবে নির্দিষ্ট করে কোন তারিখ তারা জানাতে পারেননি।

- খেলা ডেস্ক

কোটচাঁদপুরে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে যুবকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ক্রিকেট খেলা খেলতে গিয়ে তিতাস হোসেন
(২২) নামে এক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে উপজেলার শালকুপা গ্রামে মর্মান্তিক এ ঘটনা ঘটে।

তিতাস হোসেন উপজেলার সাফদারপুর ইউনিয়নের বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের

শুবরাত আলীর ছেলে।

স্থানীয়সূত্রে জানা যায়, রবিবার বিকালে তিতাস বন্ধুদের সাথে ক্রিকেট খেলা খেলতে পার্শ্ববর্তী শালকুপা গ্রামে যায়। এসময় খেলার মাঠে বল করতে গিয়ে তিতাস হটাৎ মাটিতে পড়ে যায়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত কোটচাদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এ নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরিবারের দাবি তিতাসের হৃদরোগের সমস্যা ছিল।

এদিকে তিতাসের মৃত্যুর খবরে পরিবার ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

- কোটচাঁদপুর প্রতিনিধি